পূর্ব মেদিনীপুরের বহু জায়গা জলমগ্ন, নৌকাই শেষ ভরসা আতঙ্কিত অধিবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ গত বছরের মত এ বছরেও ফের বন্যার কবলে পড়ার আশঙ্কায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া এলাকার অধিবাসীরা। গত কয়েকদিন টানা বর্ষণের জেরে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন এলাকার জমা জল কাঁসাই নদীর মাধ্যমে নিম্ন এলাকা দিয়ে ক্রমশ নীচে নামায় চিন্তা বাড়ছে পাঁশকুড়ার অধিবাসীদের। পাঁশকুড়ার মতো কোলাঘাটের একাংশের অধিবাসীরাও একই কারণে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। যদিও পাঁশকুড়া ও কোলাঘাটের এই অংশের মানুষের আতঙ্কে না থাকার পরামর্শ দিয়েছেন পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নন্দকুমার মিশ্র। তিনি জানান, আমরা সমস্ত জায়গায় খোঁজ নিচ্ছি কোথাও কোনও সমস্যা আছে কিনা। জলবন্দি কোনও মানুষের যাতে ত্রাণসমস্যা না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। এই বিষয়ে পৌরসভায় জরুরী আলোচনা সভার ডাক দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জলবন্দি মানুষজনের পাশে থাকবে প্রশাসন। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেল থেকে পাঁশকুড়ার ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় নদীতীরবর্তী বেশ কিছু পরিবার গ্রামে জল ঢুকে পড়ায় নিরাপত্তার কারণে বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন। বেশকিছু ঝুপড়ি বাড়ি এখনও জলের তলায়। অনেকেই বিপদের ঝুঁকি নিয়েই সাপে মানুষে জলবন্দি ঘরেই বসবাস করছেন। বুধবার দুপুরে জলবন্দি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরবাসীদের সাথে দেখা করেন কাউন্সিলার সেক সমিরুদ্দিন। এদিন তাঁদের ত্রাণের আশ্বাসও দেন। অপরদিকে ১৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় একটি জায়গায় চোরাগর্ত থাকায় আতঙ্ক ছড়ায় সকাল থেকে। সাধারণ মানুষের সহায়তায় বাঁধ মেরামত করা হয়। তবে সাধারণ গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, এরপর যদি জলাধার থেকে আরও জল ছাড়া হয় এবং বৃষ্টিপাত নতুন করে শুরু হয় তাহলে আতঙ্ক আরও বাড়বে। এলাকায় বহু জায়গায় দুর্বল বাঁধ রয়েছে। অতিবৃষ্টি হলে গত কয়েক বছর আগে পাঁশকুড়া এলাকায় যে বন্যার ভয়াবহ রূপ দেখেছিলো আবারও পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। এদিকে জলের তোড়ে পাঁশকুড়ার ডোমঘাট এলাকায় নদীর ওপর অস্থায়ী বাঁশের সেতু ভেঙে যাওয়ার কারণে নৌকাই দুই এলাকার মানুষের পারাপারের শেষ ভরসা। ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষকে নৌকার ওপর ভরসা করেই স্রোতভরা নদীতে পারাপার করতে হচ্ছে। স্থানীয় ডোমঘাট এলাকার গ্রামবাসী আবেদ আলি জানান, প্রতি বছরই এলাকার বহু মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না। রাতে নৌকা না থাকলে পারাপার সম্ভব হয় না। এলাকায় স্থায়ী পাকা সেতুর প্রয়োজন। প্রসঙ্গত এই এলাকায় একটা পাকা সেতু রয়েছে, তবে সেটি ঘটনাস্থল থেকে অনেকটা দূরে হরিনারায়ণচকে। মঙ্গলবার থেকে নদীতে স্রোত আসার ফলে অস্থায়ী বাঁশের সেতুটি ভেঙে পড়ায় অত্যন্ত সমস্যায় গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে হরিনারায়ণচকে সেতুর গায়ে আটকে রয়েছে অজস্র কচুরীপানা। বুধবার সকাল থেকে সেচদপ্তরের সহায়তায় গ্রামবাসীদের নিয়ে কচুরিপানা সরানোর কাজে হাত লাগান। একদিকে কাঁসাই যখন বিপদসীমায়, অন্যদিকে যশোড়া, বৃন্দাবনচক এলাকায় দুর্বাচটী নদীর জলও বিপদসীমায় মঙ্গলবার বিকেল থেকে বইছে। এলাকায় বেশ কয়েকটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু ভেঙে পড়েছে। ফলে নৌকাই ভরসা এলাকায়। বুধবার মাগুড়িয়া বাঁশের সেতু স্রোতে ভেসে যায়। সব মিলিয়ে ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের একটা অংশের পর এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একটা অংশের মানুষ বন্যাগ্রস্থ হওয়ার আতঙ্কে আতঙ্কিত।

খেজুরিতে উদ্ধার নিখোঁজ নাবালিকা, গ্রেফতার যুবক

মিলন পণ্ডা, খেজুরি ঃ ঝাড়গ্রাম থেকে খেজুরিতে কাজে করতে এসে এক নাবালিকাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে অপহরণ করার অভিযোগে অপহরণকারী যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার খেজুরি থানার পুলিশ গোপাল দলাইকে গ্রেফতারের পর বুধবার ধৃতকে কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন নাকচ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে উদ্ধার নাবালিকার গোপন জবানবন্দি গ্রহণ করেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত গোপালের বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার বেলবেড়িয়া থানার দাগুগরি এলাকায়। স্থানীয় প্রকাশ ধৃত গোপাল খেজুরিতে দীর্ঘদিন ধরে জেসিপি চালক ছিল। খেজুরি থানা সূত্রে জানা গেছে, ৫ আগষ্ট স্কুলে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় নাবালিকা। স্কুল থেকে বাড়ি না ফিরলে তার পরিবারের লোকেরা খোঁজাখুজি শুরু করেন। কিন্তু নাবালিকার কোন খোঁজ পাননি তার পরিবারের লোকেরা। ৬ আগষ্ট নাবালিকার বাবা খেজুরি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে মোবাইল টাওয়ার লোকেশান সূত্র ধরে জানতে পারে নাবালিকা ঝাড়গ্রাম জেলায় বেলবেড়িয়ায় রয়েছে। সেই মত মঙ্গলবার রাতে খেজুরি থানার একটি তদন্ত দল ঝাড়গ্রাম জেলায় দাগুগিরি এলাকায় পৌঁছায়। রাতেই খেজুরি থানার পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে এবং অপহরণকারী যুবককে গ্রেফতার করে।

মৎস্যজীবীদের জালে চন্দ্রবোড়া

মনোজ রায়, তমলুক ঃ মাছ ধরতে গিয়ে মৎসজীবীদের জালে ধরা পড়া প্রায় সাড়ে তিন ফুটের একটা চন্দ্রবোড়া সাপকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের আস্তাড়া গ্রামে। প্রসঙ্গত রাসেল ভাইপার তথা চন্দ্রবোড়া সাপ লুপ্তপ্রায় প্রাণী।

জানা গেছে, আস্তাড়া গ্রামের বাসিন্দা কালীপদ মাইতি নিজের জমিতে মাছ ধরার জন্য মুগরী বসিয়েছিলেন। সেই মুগরীতে ধরা পড়ে যায় এই সাপটি। জানা গেছে, এলাকার কিছু মানুষ এই সাপটিকে মারার দাবি জানালেও স্থানীয় আস্তাড়া স্পোর্টস এন্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যারা বাধা দেন। আস্তাড়া স্পোর্টস এন্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিক্ষক মৌসম মজুমদার জানিয়েছেন, তাঁদের ক্লাবের সদস্যারা এলাকার মানুষদের বোঝানোর পরে তাঁরা এই প্রাণীটিকে বন দপ্তরের হাত তুলে দিতে উদ্যোগী হন। যদিও এলাকাবাসীর অভিযোগ, খবর পাওয়ার পরে বন দফতরের কর্মীদের এই বন্য প্রাণীটিকে উদ্ধারে গড়িমসি নজরে পড়ে। বাধ্য হয়ে এলাকাবাসী খড়গপুর ও তমলুকের দুটি পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে। পরে বনদপ্তর ঘটনাস্থলে এসে চন্দ্রবোড়া সাপটিকে নিয়ে যায়।

বিদ্যুতের খুঁটিতে বাসের ধাক্কা

অনিমেষ বেরা, নন্দীগ্রাম ঃ বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ নন্দীগ্রামের চৌমুখী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মেছেদা থেকে নন্দীগ্রামগামী একটা বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে কোন হতাহত না হলেও রাস্তায় বিদ্যুতের লাইন ছিঁড়ে পড়ে। এই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের তৎপরতায় এলাকার বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক হয়।

ভাইয়ের হাতে খুন দিদি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর ঃ পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে বুধবার ভাইয়ের হাতে খুন হলেন বিবাহিত দিদি। ঘটনাটি ঘটেছে ভগবানপুর থানার বিভীষণপুর এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে কথা কাটাকাটি চলছিল দিদি কৌশল্যা জানা ও ভাই গোপাল বেরার মধ্যে। হঠাৎই ভারী কিছু দিয়ে দিদির মাথায় আঘাত করে ভাই গোপাল। এই ঘটনার পর পরিবারের সদস্যরা ভগবানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত কৌশল্যা জানার (২৮) বাড়ি ভগবানপুর থানার রায়পাড়া গ্রামে। ভাই গোপাল বেরাকে আটক করেছে ভগবানপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে ভগবানপুর থানার পুলিশ।

হোটেলে গ্যাস লিক করে আগুন, অগ্নিদগ্ধ ১

প্রদীপ মাইতি, রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরের এক হোটেলে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বুধবার সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে হোটেলে আগুন লেগেছে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকার জিনিস ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে রামনগরের নিউ মার্কেটে এক হোটেলে তখন রান্না চলছিল। সেই সময় হঠাৎই গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে ওই হোটেলে আগুন ধরে যায়। তারপর নিউ মার্কেট এলাকায় স্থানীয় মানুষ সহ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় রামনগর থানার পুলিশকে ও দমকল বাহিনীকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভায় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ওই হোটেলের মালিক গৌরহরি হাজরা বলেন, সকালে হোটেলের রান্না চলছিল। আমার স্ত্রী হোটেলের পেছনের ঘরে গ্যাস রান্না করছিল। রান্না করার সময়ই আগুন লাগে। এই ঘটনায় আমার স্ত্রী আহত হয়েছে। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রান্না করার সরঞ্জাম সহ হোটেলের আসবাবপত্র পুড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিভাবে আগুন লাগলো তা বুঝে উঠতে পারছি না।

খেজুরিতে রোগযন্ত্রণায় আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ রোগ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক গৃহবধূ। মৃত গৃহবধূর নাম শৈবরাণী প্রধান (৪৫)। মৃত গৃহবধূ খেজুরি থানার বজবজিয়া গ্রামের। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, মঙ্গলবার রাতে পারিবারিক অশান্তির জেরে গৃহবধূ নাইলন দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েন। বুধবার সকালে পরিবারের লোকেরা দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এই মৃত্যুতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শৈবরাণী দীর্ঘদিন ধরে রোগযন্ত্রণায় ভুগছিলেন।

অনিয়মিত বেতন, থালা-বাটি নিয়ে বিক্ষোভ কলেজ কর্মীদের

অসিত বেরা, ময়না ঃ একে বেতন কম, তার উপরে অনিয়মিত। প্রতিবাদে বুধবার থালা-বাটি নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অস্থায়ী কর্মীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না কলেজের অস্থায়ী কর্মীদের এই অভিনব বিক্ষোভকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কলেজ ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারী অস্থায়ী কর্মী নির্মল বেরা জানিয়েছেন, তাঁরা গত ২০১৩ সাল থেকে কলেজে অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে কাজ করছেন। জানিয়েছেন, খুব সামান্য বেতনে তাঁরা কলেজে কাজ করছেন। বারবার বেতন বাড়ানোর দাবি জানিয়ে কোনও লাভ হচ্ছে না। এর সাথে বেতন ৭-৮ মাস ধরে বাকি থাকছে। ফলে সংসার চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা থালা-বাটি নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। হুমকি দিয়েছেন, এরপরেও পরিস্থিতির বদল না হলে তাঁরা আমরণ অনশনে বসবেন। অস্থায়ী কর্মীদের এই আন্দোলনের বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু বলেত রাজি হননি।

দুই মেদিনীপুর জেলা জুড়ে শ্রদ্ধায় কবি প্রণাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস বাইশে শ্রাবণ। 'তোমার গীতি, জাগালো স্মৃতি, নয়ন ছলছলিয়া' এই ভাবনাকে সামনে রেখে সকালে ও সন্ধ্যায় নানা কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিগুরুর গান, কবিতা, আবৃত্তি ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে স্মরণ করা হল হৃদয়ের কবি বিশ্বকবিকে। অনুষ্ঠানটি হয় মেদিনীপুর শহরের রবীন্দ্রনগরে অবস্থিত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ রবীন্দ্র নিলয়ে। বুধবার সকালে কবিগুরুর মূর্তিতে মাল্যদান ও বৃক্ষরোপণের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সহ-সভাপতি অতুলকৃষ্ণ মন্ডল। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন 'সংকলন সাংস্কৃতিক সংস্থা'র শিল্পীরা। প্রাতঃকালীন কবিপ্রণাম অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন স্বরলিপির শিল্পীবৃন্দ। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নান্দনিক সংস্থার শিল্পীদের দ্বারা উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে। সন্ধেয় একক সঙ্গীত, আবৃত্তি, একক নৃত্য, সমবেত নৃত্য, সমবেত আবৃত্তি, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হল রবি ঠাকুরকে। যৌথ উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করলেন ক্রিয়েটিভ ড্যান্স একাডেমী, নৃত্যনীড়, খেয়া, এক অনন্য দিশারী, আলেখ্যায়তন আর্ট অ্যান্ড কালচারাল একাডেমী ও স্বর আবৃত্তির শিল্পীরা। অন্যদিকে একক সঙ্গীত, একক নৃত্য, আবৃত্তি ও যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ নিলেন অর্পিতা সেন, শিখা চক্রবর্তী, ঈশিতা গোস্বামী, পম্পি খামরুই, রাজপ্রীতি সেন, কনকরঞ্জন দে, মালবিকা পাল, কৌস্তভ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃশানু আচার্য, মেহুলী দেবনাথ, সোমা মন্ডল, ঐশ্বর্য্য মাইতি, পলি পাহাড়ি, জাহির চৌধুরী, পাঞ্চালি চক্রবর্তী, ঝুলন মুখার্জী, স্বতপা দাস, পালোমা মিত্র, অদ্রিজা ত্রিপাঠী, বিদেশ বসু সহ অন্যান্য শিল্পীরা। গোটা অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করলেন রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ ওঝা, সাংস্কৃতিক সভাপতি জয়ন্ত সাহা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হায়দার আলি প্রমুখ কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান আবৃত্তিকার অমিয় পাল, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ সেন, সাহিত্যিক বিদ্যুৎ পাল, কবি অঞ্জন শিকদার, বনবিভাগের আধিকারিক অয়ন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সাংস্কৃতিক জগতের অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। পাশাপাশি এদিন দুপুরে সদর মহকুমা ঠিকাদার সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র নিলয়ে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

কবিগুরুর ৭৮তম প্রয়াণ দিবসে রীতি মেনে বাঙালীর প্রাণের কবিকে স্মরণ করল রামনগর-১ ব্লক প্রশাসন। বৈতালিক, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, বৃক্ষরোপণ সহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বুধবার সকালে রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে বৈতালিক মধ্য দিয়ে শুরু হয় গুরুদেবের প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় কবিগুরুর বিভিন্ন লেখা, জীবনীর উপর পাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, কবিগুরুর লেখা, জীবন দর্শন প্রভৃতি। অনুষ্ঠান শেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদান করেন বিডিও এবং ব্লক সভাপতি। উপস্থিত ছিলেন রামনগর-১ বিডিও অনুপম বাগ, রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি নিতাইচরণ সার, জয়েন্ট বিডিও গণেশ কর্মকার সহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। বাঙালীর প্রাণের কবিকে স্মরণ করল খেজুরির কলাগেছিয়া প্রগতি পরিষদ।

বুধবার খেজুরি-১ ব্লকের কলাগেছিয়া প্রগতি পরিষদের উদ্যোগে পাঠাগারের সভাকক্ষে কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নাচ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হয় গুরুদেবের ৭৮তম প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় কবিগুরুর বিভিন্ন লেখা, জীবনীর উপর পাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীতও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র গবেষক প্রবালকান্তি হাজরা, আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তা দুর্গা দাস, পার্থসারথি দাস, স্বপন মন্ডল, সুজিৎ মাইতি প্রমুখ।